"মিষ্টি বাচ্চারা - সম্পূর্ণ কল্পে বৃহৎ থেকেও বৃহৎ ব্যক্তিত্বশালী হলেন এই ব্রহ্মা, এনার মধ্যেই বাবা প্রবেশ করেন, তোমাদের এনাকেই অনুসরণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা আর দাদা এই দু'জনের বিশেষ গুণ কি, যা তোমাদের অনুকরণ করতে হবে ?

*উত্তরঃ - বাবা নিরাকারী এবং নিরহংকারী, তাই দাদাও সাকারে থেকেও সদা নিরহংকারী । এতো বড় ব্যক্তিত্বশালী হওয়া সত্ত্বেও কত সাধারণভাবে থাকেন । একদিকে বলেন, ইনি উঁচুর থেকেও উঁচু হীরে বানানো বাবার বাক্স, আবার অন্যদিকে বলেন, এ হলো অতি পুরানো লং বুট, যাঁর মধ্যে বাবা প্রবেশ করেছেন । এই দুইই বাচ্চাদের সেবার জন্য হাজির । তাই এভাবেই বাচ্চাদেরও বাবাকে অনুসরণ করে নিরহংকারী হয়ে সেবা করতে হবে ।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার মহিমা শুনেছে ? সব বাচ্চারাই বলবে, উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান, তাঁর নাম শিব । শিবায় নমঃ বলা হয় তাই না ? এ তো ভারতবাসীরাই জানে, তারা শিব জয়ন্তীও পালন করে । মহিমাও অনেক করে - ত্বমেব মাতাশ্চ, পিতা ত্বমেব...কিন্তু কেবল এই পর্যন্তই বলে যে, শিবায় নমঃ...। তিনি কীভাবে মাতা - পিতা, কীভাবে উত্তরাধিকার দেন, এ সম্পূর্ণ দুনিয়ার কেউই জানে না । ইনি তো এক আশ্চর্যজনক ব্যক্তিত্ব । শিব বাবা হলেন নিরাকার । যতক্ষণ পর্যন্ত শিব বাবা শরীর না পাবেন, ততক্ষণ তিনি কি করবেন ? শিব বাবা তো নিরাকার । মানুষ নিরাকারেরই মহিমা করে । তাঁর স্থান সবথেকে উঁচু । কোন্ স্থান ? মূলবতন । এরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের স্থান কোথায় ? সূক্ষ্মবতনে । তারপর জগদম্বার স্থান হলো এই স্থূলবতনে । এ তো সবাই জানে যে জগদম্বা এখানেই থাকবেন । জগৎ মানেই হলো মনুষ্য সৃষ্টি । নাম তো খুবই ভালো -- জগৎ অম্বা, কিন্তু তিনি কে ? কোথা থেকে এলেন ? মানুষ এসব কিছুই জানে না । কোথা থেকে পরিচিতি পেলেন ? অবশ্যই কোনো ব্যক্তিত্বশালী মনুষ্যের সঙ্গে মিলিত হওয়া চাই, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা আসবেন। নিরাকার আত্মাও এই সাকার ব্যক্তিত্বের মধ্যে আসেন । যদিও আত্মা তো জানোয়ারের মধ্যেও আছে, কিন্তু তার কোনো মহিমা নেই । মহিমা কোন্ ব্যক্তিত্বের হয় ? নিরাকার শিব বাবার । তিনি যতক্ষণ না এই বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আসছেন, ততক্ষণ কিছুই করতে পারেন না । আত্মাও যতক্ষণ এই শরীর না পায়, ততক্ষণ ভূমিকা পালন করতে পারে না । কেবল এই ব্যক্তিত্বের বা শরীরের কোনো মহিমা হয় না । এই হস্তী বা দেহের মধ্যে যখন আত্মা প্রবেশ করে তখনই তাঁর মহিমা হয় । বাবা বলেন, আমার মহিমা তো সবাই করে - পতিত পাবন, কিন্তু আমারও মনুষ্য তনের প্রয়োজন, যেখানে আমি প্রবেশ করবো । এই দেহ ব্যতীত আমি কিছুই করতে পারি না । তাই বাবা এসেও এই ব্যক্তিত্বের আধার নেন । তিনি কোনো গর্ভে আসেন না । শিব জয়ন্তীরও মহিমা করা হয়, কিন্তু শিব বাবা কোন্ বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে এবং কখন এসেছেন, এ কেউই জানে না । আচ্ছা, রাত্রিতে এসেছিলেন, কিন্তু কোন্ ব্যক্তিত্বের মধ্যে এসেছিলেন, এ কেউই জানে না । মানুষ গেয়েও থাকে - ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ, তাহলে অবশ্যই মনুষ্য ব্যক্তিত্বই হবে । এই যে ব্যক্তিত্ব, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন, ইনি কতো বড় ব্যক্তিত্বশালী ! তোমরা এখন জানো যে, শিব বাবা ব্রহ্মা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিত্বের মধ্যেই আসেন না । পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন, যখন ভারত অতি দুঃখী এবং ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায়, তখনই পরমপিতা পরমাত্মা এই বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের সুখী এবং শ্রেষ্ঠাচারী করেন । এই ভাগীরথ ব্যতীত শিব বাবাও কিছু করতে পারেন না । কাউকে তো চাই, তাই না । এই ব্যক্তিত্ব হলো শিব বাবার জন্য । ইনি না থাকলে তোমরা শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার পেতে পারবে না । মহিমাও করা হয় - প্রজাপিতা ব্রহ্মা বা ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা । মানুষ দেব দেব মহাদেব বলে থাকে । এই তিনের মধ্যেও ব্রহ্মার নাম উচ্চ কেন ? ব্রহ্মা তো এখানেই, যাঁর রথে (দেহে) শিব বাবা আসেন । বিষ্ণু আর শঙ্করকে তো দেবতা বলা হয় । আচ্ছা, যিনি ব্রহ্মা, তাঁকে কি দেবতা বলা উচিত ? তিনি তো হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । মনুষ্য তনের তো প্রয়োজন । গায়নও আছে যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টির রচনা করা হয় । তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মা মুখের দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচনা করা হবে । তাহলে ইনি কতো বড় ব্যক্তিত্ব, অথচ কতো সাধারণ । ইনি কতো বড় ব্যক্তিত্ব, অথচ এনার - জীবন যাপন দেখো কতো সাধারণ । ইনি কতো নিরহংকারী । এখন ইনি এসে তোমাদের সেবাতে উপস্থিত হয়েছেন । দেখো, ইনি কেমন বসে তোমাদের পড়ান । তোমরা কি পড়ো ? তোমরা বলবে, আমরা রাজযোগের পড়া পড়ি, কে তোমাদের পড়ান ? পরমপিতা পরমাত্মা । তাই ছোটো - বড়, বৃদ্ধ - যুবক, সবাই পড়ে । এ হলো ঈশ্বরীয় কলেজ - মনুষ্য থেকে দেবতা

অথবা বিশ্বের মালিক হওয়ার । এখানে আমরা পড়তেই এসেছি, অথবা বিশ্বের বাদশাহী গ্রহণ করতে । লক্ষ্মী-নারায়ণ যখন এই বিশ্বে রাজত্ব করতেন, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না, না তখন অন্য কোনো খণ্ড ছিলো । একই ভারত খণ্ড ছিলো । এখন আবার সেই পদ প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা এখানে কীভাবে বসে আছো । এই পড়া ব্যতীত তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে না । ভারতও শিবালয় হতে পারবে না । শিব বাবারই মহিমা হলো - নিরাকার, নিরহংকারী । যতক্ষণ না এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করছেন, ততক্ষণ নিরহংকারিতা কিভাবে দেখাবেন ? তাঁর কতো মহিমা - অকালমূর্তি - কিন্তু এমন নয় যে তিনি মৃত মানুষকেও জীবিত করতে পারেন । বাচ্চারা, তোমাদের খুবই নেশা থাকা প্রয়োজন যে, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন । তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ব্রহ্মা ব্যতীত কাউকেই প্রজাপিতা বলা যাবে না । এমন নয় যে, শিব বা বিষ্ণু প্রজাপিতা । তা নয় । ব্রহ্মাই সমস্ত মনুষ্য সৃষ্টির পিতা, আর আত্মাদের পিতা হলেন শিব বাবা, বাকি ওই পিতাকে তো কেউই জানে না । নিজের আত্মাকেও জানে না । মানুষ বলে থাকে - পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা, তাহলে কেন বলে, আমিই পরমাত্মা । মানুষ কতো ঠগি । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শান্তি, পবিত্রতা এবং সম্পদ ছিলো । বাবা এখন বলছেন, আমি এসে সবাইকে জ্ঞান প্রদান করি, প্রথমে তোমরা কিছুই জানতে না, এখন সবকিছুই জানো । বাবার বায়োগ্রাফি বাবার কাছেই জানা যায় । এখন নিরাকারের বায়োগ্রাফি কীভাবে হতে পারে । তাহলে অবশ্যই যখন তিনি সাকারে আসবেন, তখনই বায়োগ্রাফি হবে । কেবল আত্মার কোনো বায়োগ্রাফি হতে পারে না । জীবাত্মা হলে, পুনর্জন্মে এলে তখন বায়োগ্রাফিও হবে । ওরা বলে ৮৪ লক্ষ্য যোনি আছে । বাবা বলেন ৮৪ লাখ জন্ম তো হতেই পারে না । এ সব হল গালগল্প । বাবা নিজেই বলেন, আমি ব্রহ্মার তনে এসে তোমাদের বেদ এর সার বুঝিয়ে বলি । এর সাথে সাথে আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই আর রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য আর অন্তের রহস্যও বুঝিয়ে বলি । যখন প্রথম দিকের বড় - বড় ঋষি - মুনিরাই জানতেন না, তখন তাঁদের সন্তানরা কিভাবে জানতে পারে । তাহলে দেখো, বড়-র থেকেও বড় ব্যক্তিত্ব কতো সাধারণ রূপে আছেন । উঁচুর থেকে উঁচু হীরা বানান বাবাই । ইনি হলেন তাঁর বাক্স বা পাত্র। রথ বলো, পুরানো জুতো বলো, সবথেকে পুরানো জুতো ইনি । প্রথম প্রথম যখন আত্মা আসে, তখন সম্পূর্ণ এক নম্বর থাকে, শ্রী নারায়ণকে এক নম্বরে রাখা হবে । শ্রী লক্ষ্মীও এক নম্বরে যুক্ত আছেন । এঁরাও পুনর্জন্ম নিয়েছেন । প্রথমে সূর্যবংশে তারপর চন্দ্রবংশী... এমন জন্ম নিতে ৮৪ র হিসাব তো চাই, তাই না । ৮৪ লাখের হিসাব তো কেউ বলতেই পারবে না । ৮৪ লাখ জন্ম বলার জন্য কল্পের আয়ুও তখন লাখ বছর লিখে দিয়েছে । যদি লক্ষ বছর হতো, তাহলে হিন্দু ভারতবাসী আরো অনেক হতো, কিন্তু এর তো সংখ্যা আরো অনেক কম । ভারতের দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে । কেউই নিজেকে দেবতা বলতেই পারে না, কেননা দেবতা তো সর্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন । এখন আর তাঁরা নেই । এ হল রাবণ রাজ্য, নাকি রাম রাজ্য ? দুনিয়ার মানুষ না রামের বায়োগ্রাফি জানে, না রাবণের বায়োগ্রাফি জানে । দিনে দিনে রাবণের প্রভাব - প্রতিপত্তি আরো বেড়ে গেছে । দুনিয়াও পতিত হয়ে যাচ্ছে । ১৬ কলা থেকে নামতে নামতে এখন কলাহীন । সবাই বলে - আমার মতো নির্গুণের কোনো গুণ নেই । তুমিই দয়া করো । আমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে । ভারত পূর্বে পরীস্থান ছিলো । মানুষ বলার জন্য তো এই কথা বলে কিন্তু সৃষ্টি চক্রকে কিছুই জানে না । বাবা বলেন, মায়া তোমাদের তুচ্ছ বুদ্ধির বানিয়ে দিয়েছে, মানুষের দেখো কতো অহংকার ।

বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা রামকে স্মরণ করো, তাহলে মালাতে গ্রথিত হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে । রুদ্র মালার পরে হয় বিষ্ণু মালা । ভক্ত মালাতে ভক্তদের মহিমা হয় । এই রুদ্র মালা আবার বিষ্ণুর মালায় গ্রথিত হবে অর্থাৎ বিষ্ণুর রাজ্যে যাবে। এই জ্ঞান কতো উচ্চ । সন্ন্যাসও দুই প্রকারের । এক হলো হঠযোগ সন্ন্যাস । কর্ম সন্ন্যাস তো কখনোই হতে পারে না । কর্ম করা ছাড়া তো মানুষ থাকতেই পারে না । প্রাণায়াম করার সময়ও তো কর্ম করাই বলা হবে, তাই না । মানুষ অনেক প্রকারের অভ্যাস করে । সে সব কোনো রাজযোগ নয় । সে হলো জাগতিক সন্ন্যাস, হঠযোগ সন্ন্যাস । সেও ভারতের পবিত্রতার ধর্ম, কিন্তু দেবী - দেবতাদের মতো পবিত্র আর কোনো ধর্ম হতে পারে না । ওখানে কোনো সন্ন্যাস নিতে হয় না, কেননা আত্মা পবিত্র তাই তাঁদের শরীরও পবিত্রই হয় । আত্মার মধ্যেই খাদ জমা হয় । কলা কম হতে হতে আত্মাকে পতিত হতে হয় । এখন আত্মারা আয়রন এজে আছে, সকলেই অপবিত্র । আত্মা যখন পবিত্র ছিলো তখন শরীরও সুন্দর ছিলো । এখন আত্মা অপবিত্র, তাই শরীরও অপবিত্র এবং কালো । গায়নও আছে -- শ্যাম - সুন্দর । কৃষ্ণের চিত্রও কালো এবং ফর্সা বানানো হয় । এখন তোমরা সকলেই শ্যাম - সুন্দর । প্রথমে ভারতে ছিলো স্বর্ণ যুগ, এখন আয়রন এজ । এখন বাবা আবার জ্ঞান চিতায় বসিয়ে তোমাদের সুন্দর করেন । যদি তোমরা মুক্তি আর জীবনমুক্তি চাও, তাহলে বিকারের হাতিয়ার ত্যাগ করতে হবে । তোমরা পবিত্রতার রাখী বাঁধো । এ হলো এখনকার কথা, যখন তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হও । ব্রাহ্মণ হওয়া ব্যতীত কেউই এখানে আসতে পারবে না । তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী । শিব বাবা বলেন, তোমরা আমি নিরাকারের মহিমার তো গায়ন করো, কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা শরীর ধারণ করো, ততক্ষণ কি

করতে পারো । আমি এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আসি । এখন সবকিছুরই বিনাশ হয়ে যাবে । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, কীসের ? কলিযুগের স্থাপনা তো কখনোই হয় না । স্থাপনা হয় সত্যযুগের, এই সঙ্গমে । বাবা বলেন, আমি আসি এই সঙ্গম যুগে । তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের জন্য এ হলো সঙ্গম যুগ, বাকি সকলের জন্য এ হলো কলিযুগ । এই সময় সকলেই ঘোর অন্ধকারে আছে । তাই এই ঘোর অন্ধকারকেই বাবা এসে নতুন প্রভাত করেন । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ তো বিচিত্র জিনিস । কৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চা, সে তো সবকিছু বোঝাতে পারবে না । কৃষ্ণের আত্মাও ভিন্ন নাম রূপে এনার কাছ থেকে বুঝছে এই অন্তিম জন্মে, এরজন্য কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দরও বলা হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাপদাদার সমান নিরহংকারী আর নিরাকারী হতে হবে । সকলের সেবা করতে হবে ।

২) মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে । জ্ঞান চিতায় বসতে হবে ।

বরদানঃ- শক্তিশালী ব্রেকের দ্বারা সেকেণ্ডে ব্যক্ত ভাবের ঊর্ধ্বে থাকা অব্যক্ত ফরিস্তা বা অশরীরী ভব

চারিদিকে আওয়াজের বায়ুমণ্ডল যদি থাকেও তোমরা এক সেকেণ্ডে ফুলস্টপ লাগিয়ে ব্যক্ত ভাবের ঊর্ধ্বে চলে যাও, একদম ব্রেক লেগে যাবে। তখন বলা হবে অব্যক্ত ফরিস্তা বা অশরীরী । এখন এই অভ্যাসের খুবই প্রয়োজন, কেননা হঠাৎই প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে, সেই সময় বুদ্ধি যেন অন্য কোথাও না যায়, ব্যস্, বাবা আর আমি, বুদ্ধিকে যেখানে লাগাতে চাও সেখানেই যেন লেগে যায় । এরজন্য অন্তর্লীন করার আর গুটিয়ে ফেলার শক্তির প্রয়োজন, তখনই উড়তি কলাতে যেতে পারবে ।

স্লোগানঃ- খুশীর খাবার খেতে থাকো তাহলে মন আর বুদ্ধি শক্তিশালী হয়ে যাবে ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

"দুনিয়াতে অনেক প্রকারের মত থেকে পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ মত"

এই দুনিয়াতে তিন প্রকারের মত আছে, এক হলো -- মনমত, দ্বিতীয় হলো গুরু মত, তৃতীয় হলো শাস্ত্র মত । এখন বিচার্য হলো, এই মন মত, গুরু মত অথবা শাস্ত্র মত, সমস্তই হষ আত্মাদের মত। কোনোটাই না দেবতাদের মত, না পরমাত্মার মত । যদি কোনো দেবতার মতও পাওয়া যায়, সেও হবে মনুষ্য আত্মারই মত। কিন্তু দেবতারা তো সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, তাঁদের গুরু মত, শাস্ত্র মতের প্রয়োজন নেই । তাঁদের গুরুরও প্রয়োজন ছিলো না । গুরুর প্রয়োজন হয় সদগতির জন্য । তাই যারা অধোগতিতে আছে, তারা গুরু করতে পারে, কিন্তু সত্যযুগ, ত্রেতাযুগে তো অধোগতি থাকে না, তাই ওখানে গুরু করার কোনো প্রয়োজন নেই । বাস্তবে প্রকৃত গুরু একমাত্র পরমাত্মা, যিনি সর্ব আত্মার সদগতি করার জন্য এই ড্রামার অন্তিম সময়ে আসেন । বাকি তো সবাই নামমাত্র গুরু, কেননা কোনো মনুষ্য আত্মাই মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ বলে দিতে পারে না । দেবতারাও মনুষ্য থেকেই দেবতা হয়েছেন, বাকি তাঁরা কেউই ত্রিনেত্রধারী, চার ভুজধারী ছিলেন না । মানুষ তো মনে করে যে, দেবতারা মনুষ্য থেকে ভিন্ন হবেন, হ্যাঁ, ভিন্নতা এটাই যে, তাঁরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার কারণে খুবই পবিত্র ছিলেন, তাঁদের সংস্কার শুদ্ধ ছিলো, বাকি মনুষ্য তো মনুষ্য ছিলো। মনুষ্যের মধ্যে যখন দৈবী গুণ ছিলো তখন তাঁদের দেবতা বলা হতো । এখন এই মত আমরা পরমাত্মার কাছে প্রাপ্ত করছি, আমরা কোনো মনুষ্য মতে বা গুরুর মতে নেই । আমরা পরমাত্মার মতে চলছি, সমস্ত আত্মার মতের থেকে পরমাত্মার মত অবশ্যই শ্রেষ্ঠ মত হবে আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;